গাংনীত প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজাল, লাশ উদ্ধার

মেয়ের শাশুড়িকে (বিয়াইন) গাছ খাওয়ানোর অভিযোগ দিয়ে ননদ জেলেহার খাতুন ও সতীন রাজিয়া খাতুন তিনদিন আগে থেকেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে আরছোনা খাতুনকে।
বৃহস্পতিবার বিকালে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করে তারা। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে মরদেহ নিয়ে নানাভাবে নাটকও সাজিয়েছে স্বামীর পরিবার। বাড়ি থেকে আরছোনা মারা গেলেও তাকে নিয়ে স্থানীয় ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে যাওয়া। পুলিশকে না জানিয়েই তড়িঘড়ি করে মাটি দেওয়ার পায়তারা। অবশেষে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এসব অভিযোগ করেন নিহতের বড় ভাই আব্দুর রশিদ।
তিনি জানান, প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে আমার বোন আরছোনা খাতুনের সাথে করমদী গ্রামের হাসান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর আগে আমার বোনের ওই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। পরোকিয়া করে আরছোনাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন হাসান। আরছোনার মেয়েকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দেন । মেয়ের শাশুড়ি নাজেরা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অসুস্থ হওয়াকে আমার বোন আরছোনাকে দায়ী করে সতীন ও ননদ। এ নিয়ে আমার বোনের উপর বেশ কয়েকদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছেন তারা।
নিহত আরছোনার বোন রেকসোনা বলেন, মরার আগে আমার বোন তিন দিন খাইনি। আমার দুলাভাই ২ মাস আগে সৌদী থেকে বাড়ি এসেছে। আগামিকাল তার বিদেশ ফিরে যাওয়ার কথা।
রেকসোনা অভিযোগ করেন আমার বোনের মুখে বিষের কোনো গন্ধ নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের দাগ আছে। আমার বোনকে নির্যাতন করেই হত্যা করেছে তারা।
আরছোনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনসার আলীর মেয়ে। তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বর আব্দুল হামিদ বলেন, তাদের পারিবারিক ঝামেলা আছেই। তবে, তার মুখে বিষের কোনো আলামত মেলেনি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারণে মৃত্যু

হয়েছে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক জনির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজীর মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পরোয়ানা তামিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেআরও কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যার মামলা নং জিআর ১০৩/২১ ইং।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালি ও ফতেপুরের মাঝে মরাগাং খনন কাজ করার সময় দুই পাড়ের মাটি স্থানীয় মেম্বর মিলন হোসেন বিক্রি করছিলেন। এঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে লাইভ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিলন হোসেন মেম্বর তার কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ফতেপুর গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে তাবিরুল ইসলাম ওরফে তাবু সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী মারপিট ও সরকারি কাজে বাধা দানের অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন।সদর থানার মামলা নং ১৯, তারিখ ২০/০৪/২০২১ ইং, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮৫/৫০৬/৩৪ দ:বিধি।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করেন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ আলম মামুন এজাহার নামীয় ১ নং আসামি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৩২৩/৩৮৫/৫০৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু এজাহার নামীয় অপর ৬ আসামি মহসিন আলী, মফিজুল ইসলাম, ইসরাফিল হোসেন, লাল্টু মিয়া, আরিফুল ইসলাম ও মো: সাইদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

পুলিশ এজাহার নামীয় ৬ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশীট দেওয়ায় বাদী তবিবর রহমান তবি নারাজি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে বিগত ৯/১২/২০২১ তারিখে পিবিআই মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনস্টিগেশন (পিবিআই) এর উপপরিদর্শক (এসআই) বলরাম বিশ্বাস মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করে গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

মাদকে সয়লাব দর্শনাঞ্চল ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৬৫টি মাদকের, গ্রেফতার-৭৫৭

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাদকের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে মাদক। শহর কিংবা গ্রাম সবখানেই রয়েছে মাদক। দর্শনা থানায় ২৯৫ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন।

গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনা সহ-থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে বেড়ে গেছে। এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২ হাজার ৪ শত ৫৫

বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩ শত ৭৫ পিচ, বিদেশী মদ ৩৯ বোতল, চুলাই মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭ শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯ কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদৃশ্য বলে দেয় দর্শনা থানা এলাকা মাদকে সয়লাভ।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বসছে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের টাওয়ারের পাশে দোকানের পিছনে প্রতিনিয়ত চলছে মাদকের আড্ডা, পরাণপুর স্কুল মাঠে সন্ধায় চলছে গাঁজা সেবন, দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ইয়বা ও ফেন্সিডিল বিক্রী, দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের উভয় পাশে মাদক ব্যবসা চলছে দেদারছে। এছাড়া দর্শনার আকন্দবাড়িয়া রামনগর, জয়নগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, আজমপুর ও শ্যামপুর গ্রামসহ থানাধীন বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবন যেন ওপেন সিকরেট। দর্শনায় রয়েছে বৃহত্তম চিনিশিল্প, রয়েছে রেলওয়ে শুল্ক ষ্টেশন ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট। এ উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত কোলঘেঁষা এলাকা দর্শনা।

এই দর্শনায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে মরন নেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাত দ্রব্য। এসব সেবন করছে উঠতি বয়েসের যুবকরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলারাসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাইভেটকার ও মটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যোগে দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগমন করতে। ফলে দর্শনা পৌরসভাসহ সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায় মরন নেশা মাদক সেবন করা। পুলিশ প্রশাসন দুই একটা ছোট মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাদকের শীর্ষ গডফাদারা।

প্রশাসন এখনই লাগাম টেনে না ধরলে ভয়াল মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। উলেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিরাট অংশ ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এখানে মাদকদ্রব্য শুধু সহজলভ্যই নয় বরং এখান থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাচার হয়ে থাকে মরন নেশা মাদক। বর্তমানে দর্শনায় প্রতিটি গ্রামে ছেঁয়ে গেছে মরণ নেশা মাদক। যেটা নীরবে ধ্বংস করে দেয় একটি মানুষ, একটি পরিবার আর একটি জাতিকে। ফলে খুব সহজেই মাদক পাওয়ার কারণে আমাদের তরুণ প্রজন্ম মাদকের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। মাদকের ভয়াল থাবায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজ। দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় একটি অংশ রয়েছে তরুণ প্রজন্ম। তরুণরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্ট।

তাদের মধ্যে যে শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা রয়েছে, সেটা যদি দেশের কল্যাণে কাজে না লেগে ব্যাহৃত হচ্ছে দেশের তরুণ্য শক্তি। যে তরুণরাই আগামীর বাংলাদেশের কান্ডারি হবে। তরা বেকারত্বের জ্বালাযন্ত্রনা আর কষ্টে ঝুঁকে মাদক সেবণের প্রতি।
আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বলেছেন বিগত দিনে তরুণ্যরই সর্বক্ষেত্রে জয়গান গেয়েছেন। আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য শপথ নিতে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নেবে এবং পাশাপাশি দেশটাকে সুন্দর করতে স্বার্থকভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা অন্তরে ধারণ করতে হবে। সেখানে মাদকের ছোবলে নিজেরাই ধংস হচ্ছে। মাদক সেবনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় কিশোর থেকে ৪৫ বছরের বয়সীদের মধ্যে। মাদকসেবীর মধ্যে ৮০ শতাংশই তরুণ আবার ৪০ শতাংশ হলো বেকার। ফলে এ সব মাদকসেবীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। মাদকের ছোবলে এদের কোমল হাত রূপান্তরিত হচ্ছে খুনির হাতে।

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ঐশীর কথা! যার হাতে খুন হতে হয়েছিল তার পিতা পুলিশ কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান ও তার মা স্বপ্না রহমান। তাদের দোষ ছিলো তারা তাদের মেয়েকে মাদকাশক্তি থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। সারাদেশে খোঁজ করলে আপনি দেখতে পাবেন এমন শতশত ঐশীকে। যারা নিত্যদিন মাদকাসক্ত হয়ে খুন করছে মাতাপিতা কিংবা পরিবারের অন্য কোন সদস্য এবং ভেঙ্গে ফেলছে পরিবারের সুন্দর স্বপ্নকে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের তরুণদের সকল শক্তি, সাহস আর উদ্দীপনা হারিয়ে যাচ্ছে মাদকের ভয়াল গ্রাসে। দিনদিন এই মাদকের সম্প্রসারণ বেড়েই চলছে।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, মাদক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের যুবসমাজকে? আর এর পরিণতিই বা কী হবে? কিংবা এর থেকে উত্তরণের উপায় কী? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমাদের মনে। এই মাদকের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রথম সদর দরজা হলো ধূমপান বা তামাক গ্রহণ। যেটা আজ শহরাঞ্চল কিংবা গ্রামাঞ্চলে সবজায়গায় বিদ্যমান। এমনকি আমাদের আগামীর স্বপ্ন যারা, সেই শিক্ষার্থীদের অনেকেই এটাকে মনে করে স্মার্ট হওয়ার মানদন্ড।

সুতরাং আর বুঝতে বাকি নেই, মাদক এই জাতিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। মাদকাসক্তির পিছনে কাজ করে তিনটি কারণ। জৈবিক, ব্যক্তিভিত্তিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা। আর এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বন্ধু-বান্ধবের খারাপ প্রভাব,

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব, নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণের ইচ্ছা, অবসর সময় কাটানোর কোনো ভালো মাধ্যম না থাকা, বেকারত্বের হতাশা ও ক্ষোভ, মূল্যবোধের অভাব, মাদকের ভয়াবহতা না জানা, মাদকের সহজল্যভতা, খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজেই আনন্দ পাওয়ার ও যৌনশক্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা। পারিবারিক কলহও মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

মাদকাসক্তির ফলে আমাদের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিসাধন হয়। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ অকেজো ও দূর্বল হয়ে পড়ে। মাদক এমন একটি জিনিস যেটা একজন মানুষকে জীবনকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে নেয়। তার পরেও থেমে নেই মাদকের কারবার।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী হওয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশে ধেয়ে আসছে মাদক। যার ফলে মাদকে ভাসছে উপজেলার সীমান্তবর্তী দর্শনা। দর্শনা থানায় গত ১ বছর ৩ মাসে মোট ২৯৫টি মামলার মধ্যে ১৫৬ টি মামলায় মাদকের।

এ মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৭৫৭ জন। এ সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাবসায়ী গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল ২হাজার ৪ শত ৫৫ বোতল, ইয়াবা ১হাজার ৩শত ৭৫ পিচ, মদ ৬৭টি লিটার, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট ৫ হাজার ৭শত ৯৬ পিচ, গাঁজা ৫৯ কেজি গাঁজা, ৪টি গাজার গাছ, বিদেশী সিগারেট ১ হাজার ৮শত ৭০ প্যাকেট। এ সকল মাদকদ্রব্য আটকের দৃশ্য দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে,দর্শনা মাদক কতটা ভয়ংকর রুপ নিয়ে বিস্তর লাভ করেছে। তাই মাদকের সয়লাবের লাগাম টেনে ধরা না হলে মাদক সেবনের ফলে ধব্বংশ হয়ে যাবে যুবসমাজ। মাদকের এ ভয়াল আগ্রাসনের সয়লাব ঠেকাতে প্রশাসনের জোরালো ভুমিকা রাখার জোর দাবী জানিয়েছে এলাকার সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন মামলায় ১৩

জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামি ও ২ জন সন্দেহ ব্যাক্তিকে আটক করেন।

আটকৃতরা হলো আশরাফ হোসেন,লিটন মিয়া,আব্দুল মালেক,আব্দুল খালেক,স্বপন মিয়া,সাকিব মিয়া,হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, ও রাজু।

গতকাল বুধবার রাতে বিভিন্ন এলকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই সঞ্জিত কুমার মন্ডল, এস আই তৌহিদুর রহমান শেখ, এ এস আই দিরাজ,এ এস আই আব্দুর গাফ্ফার শেখ, বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সি আর, জি আর মামলার আসামী জয়রামপুর গ্রামের ছবের আলীর ছেলে আশরাফ, কলাবাড়ি রামনগর গ্রামের ফকির চাঁদের ছেলে লিটন মিয়া,কাদিপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেকের ছেলে স্বপন মিয়া, আঃ মালে’র ছেলে সাকিব মিয়া, মুন্সিপাড়ার আশাদুল হকের ছেলে হাফিজুর রহমান, মৃত রফিকুল ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম, মৃত আনছার আলীর ছেলে মুরশিদ আলী, বারিক আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম, পিরপুরের মৃত তাহের বিশ্বাসের েছেলে বিল্লাল হোসেন, জয়রামপুর হাজীপাড়ার আঃ রাজ্জাকের ছেলে রাজুকে আটক করেন।

আজ বৃহস্পতিবার তাদেরকে আদালতে সৌর্পদ করেন পুলিশ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলসহ গ্রেফতার

দর্শনায় ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলসহ সুলতানপুর গ্রামের হযরত আলীকে ৪৬ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে এগারটার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় মদনা গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই তারিফুজ্জামান ও এ এস আই সানোয়ার হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় মদনা গ্রামের জাহাঙ্গীরের বাড়ির পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দর্শনা থানা পুলিশের একটি চৌকসদল একটি এ্যাপাচি আর টি আর মোটরসাইকেল চ্যালেন্জ করে।পুলিশ তার মোটরসাইকেল তল্লাশি করে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ হযরত আলী (৪৫) কে গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সুলতানপর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার মুলাম হোসেনের ছেলে। আজ তাকে এস আই হারুন অর রশিদ বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে মারামারি মামলায় ২ ব্যক্তির ৬ মাস কারাদন্ড

মেহেরপুরে একটি মারামারি মামলায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় ২ ব্যক্তিকে ৬ মাস কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দন্ডিতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুন্নাত মোল্লার ছেলে গোলজার (৪৫) ও লিয়াকত মোল্লার ছেলে মামুন মোল্লা (৪০)।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবুবক্কর সিদ্দিক এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৭ সালে গোপালনগর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে আসামিদের নামে মামলার বাদী মোছা: কাজল রেখা একটি মামলা দায়ের

করেন। যার মামলা নং জিআর ১০৫/২০১৭ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করার পর মুজিবনগর থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন উদ্দীন ২১/০৯/২০১৮ সালে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

৩২৩ ধারায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় আসামি গোলাজার ও মামুন মোল্লাকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে অর্থদন্ড করেন। অনাদায়ে আরো ৩ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেন। মামলায় ৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। সরকারি পক্ষে এপিপি অ্যাডভোকেট সাথী বোশ ও আসামি পক্ষে আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান কৌশুলি ছিলেন।

ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা নির্বাচন, সংসদ সদস্য চঞ্চল

ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা নির্বাচন। অন্য কোন পথ খোলা নাই। এ কারনে বলতে চাই, জ্বালাও পোড়াও বাদ দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

বৃহস্পতিবার কোটচাঁদপুর উপজেলায় মসুর বীজ, ছাগল ও ভ্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন,উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, সাবেক বীর মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, কৃষি অফিসার মোঃ মহাসিন আলী,সমাজ সেবা অফিসার মোঃ জহুরুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার।

পরে সংসদ সদস্য কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে পরিষদ মিলনায়তন থেকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিনামূল্যে মসুর বীজ তুলে দেন দারিদ্র্য মানুষের হাতে। এরপর সমাজসেবা কার্যালয় থেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ছাগল প্রদান করেন তিনি।

এছাড়া একই অনুষ্ঠানে কৃষি সম্পসারন অধিদপ্তরে আয়োজনে পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় মডেল ইউনিয়নের কৃষক গ্রুপের মাঝে নিরাপদ সজীব পরিবহনের জন্য ভ্যান বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করায় ভুক্তভোগীদের সংবাদ সন্মেলন

বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মঙ্গলবার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ,ড্রাগন গাছ কাটা ও ফল চুরির অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগির পিতা আমিরুল ইসলাম ।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগী ইমরান হোসেন(১৫) রাজন হোসেন(১৭) সাব্বির হোসেন(১৫)আব্দুর রহিম (১৬)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ইমরানের পিতা আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন,গেত ১/৯/২২ তারিখে আমার ছেলে ইমরান হোসেন মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে বেড়াতে যান। ওইদিন সন্ধ্যা রাতে আমার ছেলে ইমরান হোসেন,বন্ধু রাজন হোসেন,সাব্বির হোসেন, আব্দুর রহিম পাশের বিজিবি সদস্য কামাল হোসেনের ড্রাগন বাগানে যায়।

বাগান থেকে তারা দুইটি ড্রাগন ফল তোলেন। এ ঘটনা বাগান মালিক

বিজিবি সদস্য দেখে ফেলে, তাদেরকে ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে ইমরানের বন্ধুরা সবাই পালিয়ে যায়। ধরা পড়েন ইমরান হোসেন। এরপর কামাল হোসেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রাগন বাগানের ঘরের খুটির সঙ্গে বেধে রেখে,সারারাত নির্তাযন করেন।

ধারালো অস্ত্র কাচি দিয়ে কোপমেরে কেটে দেন ইমরানের পিটের মাংশ। এতে করে সারারাত তাঁর রক্তক্ষরন হয়।

আমিরুল বলেন,বাগান মালিক কামাল হোসেনের নির্যাতন ও রক্তক্ষরনে সে ভোরের দিকে অচেতন হয়ে পড়েন। এ সময় কামাল অবস্থার বে-গতিক দেখে পল্লী চিকিৎসক ডেকে এনে ইমরানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করান।

পরে ওই পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে আমার ভাগ্নে খবর পান। সে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুচলিকা দিয়ে আমার ছেলেকে, তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

খবর পেয়ে আমি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। চিকিৎসার খোজ খবর নিয়ে, ঝিনাইদহ আদালতে একটা মামলা দায়ের করি। কোর্ট মামলা তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয় মহেশপুর থানায়। থানার অফিসার ইনর্চাজ মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব দেন উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলামের উপর।

তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে কামাল হোসেনের বাগান থেকে ড্রাগন চুরি ও গাছ কাটার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় তিনি মহেশপুর থানায় জিডি ও করেছেন। জিডিতে তিনি কে বা কাহারা উল্লেখ করলেও সাংবাদিকদের কাছে আমার ছেলে সহ তাঁর বন্ধুদের নামে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন।

তাতে ফল চুরি ও ড্রাগন গাছ কাটার অভিযোগ করা হয়েছে আমার ছেলে সহ বন্ধুদের বিরুদ্ধে। তিনি পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। আমি প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তারা যেন বিষয়টি সুষ্টু তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবাং প্রকৃত দোষীদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনেন।

এ ব্যাপারে বিজিবি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,আমার মাঠে ৫/৬ বিঘা ড্রাগনের চাষ আছে। প্রতিনিয়ত বাগান থেকে ফল চুরি হয়ে যায়। ওইদিন আমি বাড়িতে ছিলাম। রাতে ড্রাগন বাগান পাহারায় যায়। রাত তখন ২ টা

বাজে। ৫/৭ আমার বাগানের পাশে এসে গালি দিতে থাকে। এ সময় আমি ভয়ে পাহারা দেয়া ঘর ছেড়ে দুরে চলে যায়। আমি ভাবছিলাম যদি চোর হয়,তাহলে বাগানে ঢুকবে।

আর যদি আমাকে মারতে আসে, তাহলে আমার পিছনে ধাওয়া করবে। দুর থেকে দেখি তারা বাগানে ঢুকে ফল তুলছে। এ সময় আমি তাদের ধাওয়া দিই।ধাওয়া খেয়ে সবাই পালিয়ে যায়। ধরে ফেলি ইমরান নামের ওই ছেলেটি। ধরার সময় তাঁর পিঠে কিসে কেটে গেছে আমি জানিনা।পরে জানতে পারি কেটে গেছে। তিনি কাচি দিয়ে কোপ মারা কথা ও অস্বীকার করেন। সম্প্রতি ওই বাগান থেকে আবারও ফল চুরির ঘটনা ঘটেছে। কেটে দিয়েছেন ড্রাগন গাছ।

আমি ওই সময় চাকুরিতে থাকায় আমার মা মহেশপুর থানায় জিডি করেন। তবে আমার ধারনা তারা ছাড়া এমন ক্ষতি আমার কেউ করবে না।

বিনা উইকেটে ভারতকে গুড়িয়ে ফাইনালে ইংল্যান্ড

লড়াই হওয়ার কথা ছিল সমানে-সমান। টূর্ণামেন্টের শুরু থেকেই দারুণ ফর্মে ছিল দুই দল। ক্রিকেট প্রেমি মানুষের রোমাঞ্চের অপেক্ষা ছিল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের জন্য। কিন্তু হলো না কিছুই।

আজ বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেইড ওভালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে ১০ উইকেটে গুড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। সেমিফাইনাল শুরুতেই বোলিংয়ে দাপট দেখালো ইংল্যান্ড, পরে ব্যাটিংয়েও। মাঝে থাকলেন কেবল হার্দিক পান্ডিয়া, কিন্তু ব্যবধান গড়ে দিতে পারলেন না তিনি। পাত্তাই পেল না ভারত, ইংল্যান্ড পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের ফাইনালে।

আগে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান করে ভারত। ওপেনিং জুটিতে রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল মাত্র ৯ রান সংগ্রহ করে। এর মধ্যে লোকেশ রাহুল ৫ বলে ৫ রানে আউট হন। লোকেশ রাহুলকে ক্যাচ আউটে শিকার করেন ক্রিস উকস। রোহিত শর্মা ২৮ বলে ২৭ রানে আউট

হন। ক্রিস জর্ডান তাকে ক্যাচ আউটে শিকার করেন। ভিরাট কোহলি ব্যাট করতে নেমে ৪০ বলে ৫০ রান করে ক্রিস জর্ডান তাকে সাজ ঘরে পাঠান। সূর্য কুমার যাদব ১০ বলে ১৪, হার্ডিক পান্ডিয়া ৩৩ বলে ৬৩ ও পান্ড ৪ বলে ৬ রান করে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১৬৮ রান করেন।

খেলায় ক্রিচ জর্ডান ৩ উইকেট নিয়ে ৪ ওভারে ৪৩ রান দেন। আদিল রাশিদ ৪ ওভার বল করেন। তিনি ২০ রান খরচা করে নেন ১ টি উইকেট। ক্রিস উইকেট ৩ ওভারে ২৪ রান দিয়ে সংগ্রহ করে ১ টি উইকেট, এছাড়া রান আউট।

জবাব দিতে নেমে ২৪ বল আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ইংলিশরা। খেলায় ইংলিশের দুই ওপেনার জস বাটলার ও আলেক্স হেলস বিনা উইকেটে ১৬ ওভার খেলে জয়ের লক্ষে পৌছে যায়। জস বাটলার ৪৯ বলে ৮০ রান ও আলেক্স হেলস ৪৭ বলে ৮৬ রান করেন।

আগামী রোববার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

গাংনীতে দুটি বাড়িতে চুরি। স্বর্ণালংকারসহ ১৫ লাখ টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা পৌর শহরের দুটি বাড়িতে দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

সংঘবদ্ধ চোরের দল ঘরের জানালার গ্রীল কেটে ও টিনের ছাউনির নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকে দুটি বাড়ি থেকে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে বলে বাড়ির মালিকরা জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১০ টা থেকে বেলা ১ পর্যন্ত যে কোনো সময় পাশাপাশি বাড়ি দুটিতে চুরির ঘটন ঘটেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাড়ির মালিক গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসের স্টাফ রোজিফা খাতুন বলেন, আমি সকাল ৮ টার দিকে অফিসে চলে যায়। বাড়িতে কেউ ছিলনা। আমার ঘরে নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণাংকার নিয়ে গেছে চোরের দল।তিনি বলেন আমার বাড়িটি টিনের ছাউনি। চোরের দল টিনের নিচ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে।

এছাড়া গাংনী ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক আক্তারুজ্জামান বলেন, রান্না ঘরের জানালার গ্রীল কেটে শোয়ার ঘরে ঢুকে বাকস ভেঙ্গে নগদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে।চুরির সময় ওই বাড়ি দুটিতে কেউ ছিলনা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, চুরির ঘটনায় আমিসহ পুলিশের দল ওই বাড়ি দুটি পরিদর্শন করেছি। চুরির ঘটনায় আসামিদের সনাক্তকরণ ও খুজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।